দৈনিক সংবাদ

AUG. 24 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

# গত ৮ মাসে ক্লাস হয়েছে ৩৭ দিন

॥ হামিদ উল্লাহ ॥

চট্টগ্রাম ঃ চলতি বছরের ৮ মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ৩৭ দিন ক্লাস হয়েছে। এসময় ৮৬ দিন স্বাভাবিক ছুটি থাকলেও আবাসিক হলে ডিস সংযোগের দাবি, বিরোধীদল আহূত হরতাল ও ক্যাম্পাসে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক হানাহানির ফলে সৃষ্ট অচলাবস্থার কারণে ২শ' ৪৩ দিনের মধ্যে ২শ' ৬ দিনই বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস হয়নি।

রমজানের বন্ধ দিয়েই শুরু হয়েছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চলতি বছরের যাত্রা। ১৭ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলো নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে নামে। তাতে তেমন উত্তেজনা ছিল না। এপ্রিলে আবাসিক হলের ছাত্ররা হলে ডিস এন্টেনা সংযোগের দাবিতে আন্দোলনের

ক্লাস ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৭

## ক্লাস ঃ হয়েছে ৩৭ দিন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ডাক দিলে ক্যাম্পাসে হরতাল ও অবরোধের কারণে ৪ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ ছিল। ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার জন্যে ৯ দিন ক্লাস বন্ধ থাকে। জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত বিরোধীদল ও অন্য কিছু সংগঠন চট্টগ্রাম ও সারাদেশে ১৭ দিন হরতাল আহ্বান করে। ফলে তখন ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ ছিল।

১৪ মে বিশ্বকাপ ক্রিকেট শুরু হলে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ চলাকালে শহর থেকে ২২ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত ক্যাম্পাসে সিংহভাগ ছাত্রছাত্রী অনুপস্থিত থাকায় বেশ কয়েকদিন ক্লাস হয়নি।

শাহজালাল হল ছাত্রলীগের সভাপতি আবুল কালাম আজাদকে অপহরণের জের ধরে ১৫ মে ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষ হলে ১৬ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ক্যাম্পাস বন্ধ থাকে।

পহেলা জুন বিশ্ববিদ্যালয় খুললে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ছাত্র ঐক্য ও ছাত্র শিবির ক্যাম্পাসে মুখোমুখি অবস্থান নেয়। এসময় ভীতসন্ত্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের ক্যাম্পাসে অবস্থান ছিল নগণ্য। অবস্থা বেগতিক দেখে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তড়িঘড়ি করে পহেলা জুলাই থেকে দীর্ঘ এক মাস বর্ষাকালীন ছুটি ঘোষণা করে। অথচ ১৯৯৮ সালে বর্ষাকালীন ছুটি ছিল না।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট আন্তঃ ক্যাম্পাস বাস সার্ভিস বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে ছাত্র সংগঠনগুলো এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম দিন থেকেই ক্যাম্পাসে সর্বাত্মক হরতালের ডাক দেয়। এমনকি ভিসিকেও অফিস করতে দেয়া হয়নি। ফলে ক্লাসসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম পহেলা আগস্ট থেকে সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। আবার ১২ আগস্ট শাহ আমানত হলের আধিপত্য নিয়ে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধ সংঘটিত হলে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেন। মূলত জুলাই মাস থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ক্লাসও অনুষ্ঠিত হয়নি।

বর্তমানে ক্যাম্পাস বন্ধ। কবে খুলবে এ নিয়ে প্রশাসন মুখও খুলছে না। তবে মাঝে-মধ্যে কিছু শিক্ষার্থীর সৌখিন উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।